バングラデシュ北東部大湿地帯（ハオール）における気候変動リスク軽減のための新品種稲の生産体制の構築

2023年７月28日

一般社団法人シェア・ザ・プラネット
筒井 哲朗

Share the Planet

	ターゲット
13.1	**すべての国々において、気候変動に起因する危険や自然災害に対するレジリエンスおよび適応力を強化する。**
13.2	気候変動対策を**国別の政策、戦略および計画に盛り込む。**
13.3	**気候変動**の緩和、**適応、影響軽減**、および早期警告に関する教育、啓発、**人的能力および制度機能を改善する。**
13.a	重要な緩和行動や実施における透明性確保に関する開発途上国のニーズに対応するため、2020年までにあらゆる供給源から年間1,000億ドルを共同動員するという、UNFCCCの先進締約国によりコミットメントを実施し、可能な限り速やかに資本を投下してグリーン気候基金を本格始動させる。
13.b	女性、若者、および社会的弱者コミュニティの重点化などを通じて、**後発開発途上国における気候変動関連の効果的な計画策定や管理の能力を向上するためのメカニズムを推進する。** ※国連気候変動枠組条約（UNFCCC）が、気候変動への世界的対応について交渉を行う一義的な国際的、政府間対話の場であると認識している。

The Area of Project in Bangladesh of **Share the Planet Association** Partners

1． Haor Area

2. Side effects of "green revolution"

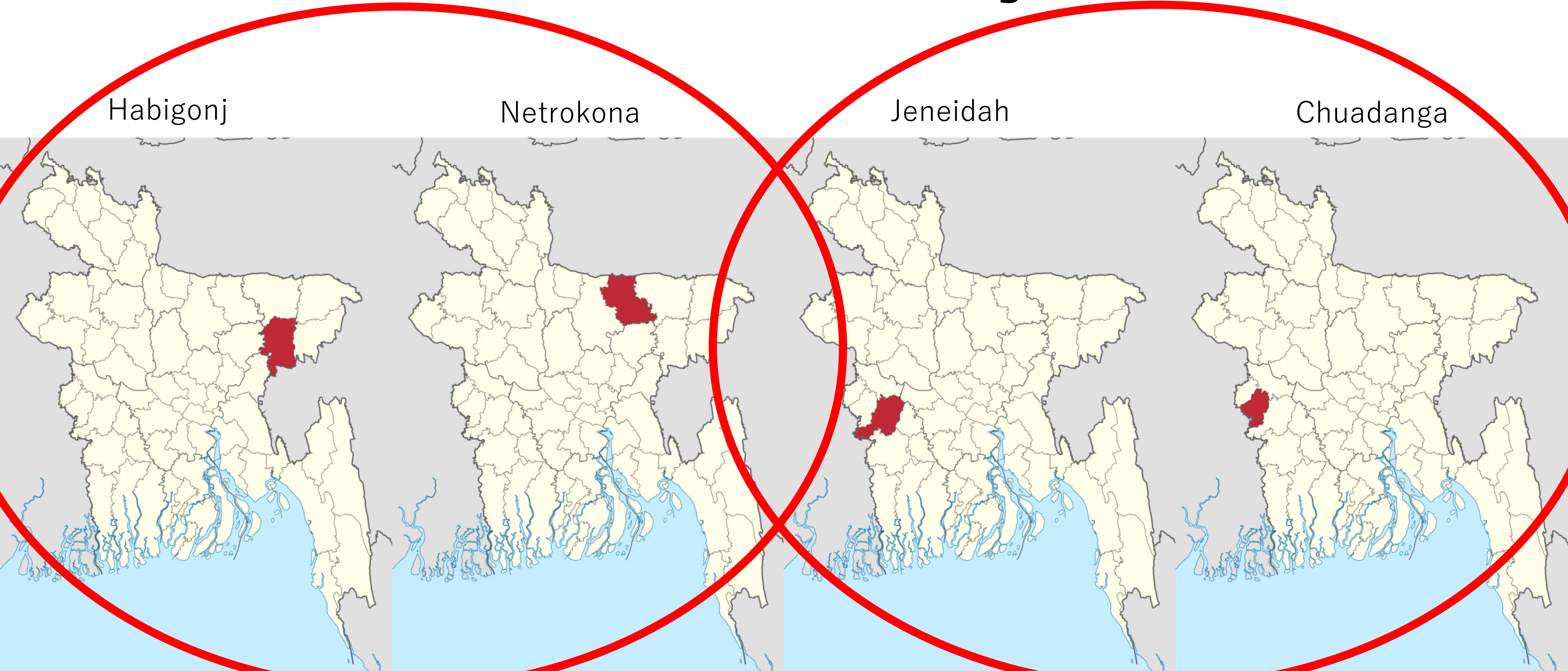

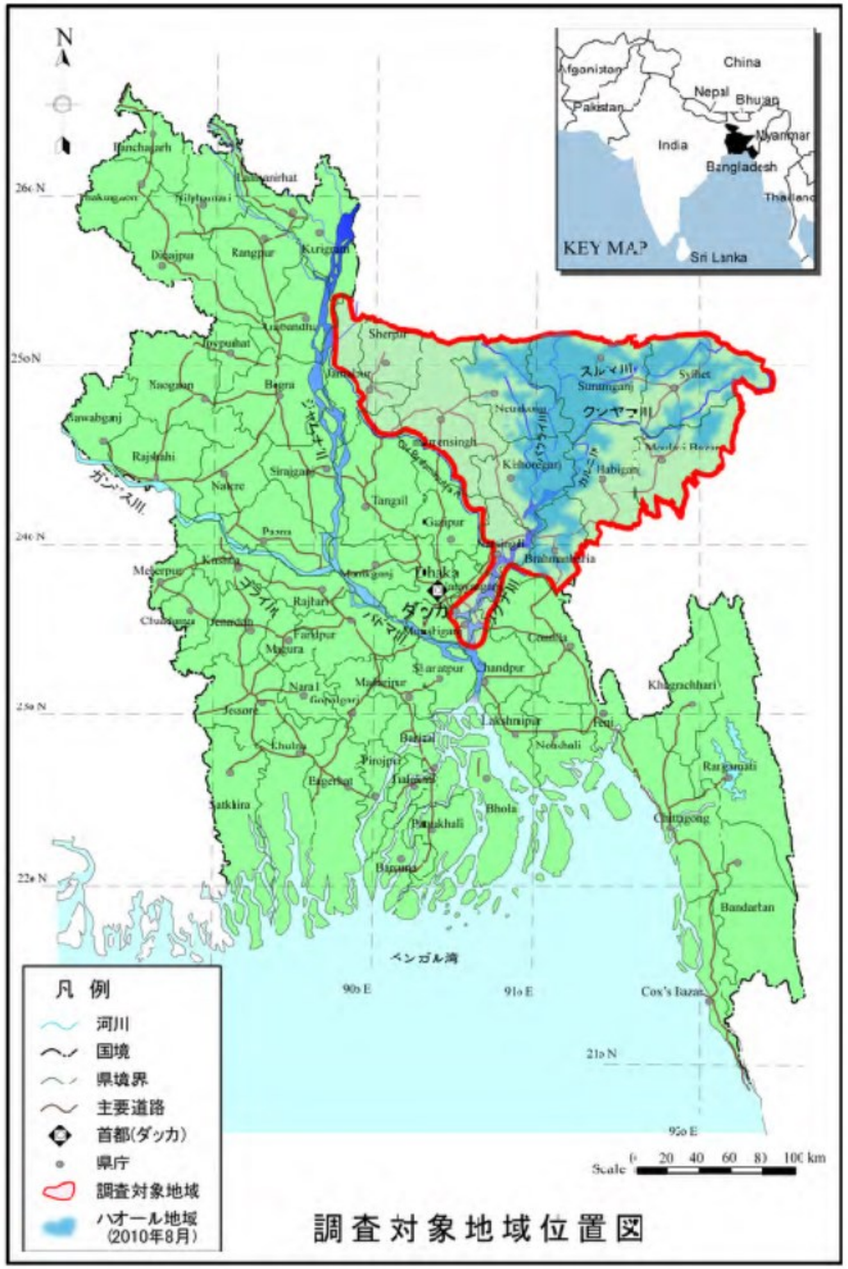

ハオールとは

- 北東部のメグナ川上流域にはハオールと呼ばれる低湿地帯の盆地が広がり、雨期には東京都、神奈川県、埼玉県の合計を超える面積が水没し全体が大きな湖のようになる。
- 収穫期である雨季の始まりにはフラッシュ・フラッド（鉄砲水）による洪水被害が発生し、住民の生計を不安定にする。
- また農村道路等インフラ整備も遅れており、アクセスが悪いため経済活動に支障があるほか、保健医療や教育といった公共サービスも受けにくい状況にある（ JICAニュースリリース2014年6月16日）。
- ハオール地域は国土面積の4.4%、総人口の2.7%を占めるに過ぎないが、同地域で生産されるボロ作の収穫量は「バ」国全体の17.0%を占める穀倉地帯である。

災害とのたたかい

- 2017年は唯一の乾季稲作が収穫直前に2度にわたっての洪水で壊滅的な被害を受けた
- 2019年は寒波の影響で2～3割の稲にはコメが実らない（冷害）が発生
- 2020年は苗の害虫被害、熱波による被害が発生
- 2022年：季節外れの洪水（ハオール）
- 2023年：稲穂形成期の高温と長雨による「いもち病」、雹（ハオール）による被害

農民へのオリエンテーション（研修）2019年度

農業機械の導入による生産性の向上
2019年度

新品種の開発と在来品種の見直し（育種の試み）と品種の選定
2020年度　2021年度

インフラの整備と生産性の向上 2021年度

用水路掘削前（左）と後（右）

DHAKA POST

カバー / 全国

運河を掘りながら何千人もの農民が微笑む

ハビガンジ地区代表
2021年3月13日10:20

畑の隣に運河があるので、農民はバンパーの収穫量を期待しています

Habiganj Sadar upazilaのTegharia組合のSyedabad村とAbdullahpur村で運河を掘った結果、何千人もの農民が微笑んだ。今、彼らは雨を待つ必要はありません。その結果、彼らはバンパーの収穫量を夢見ています。

これら2つの村の数千人の農民がグンギアジュリハオールで100ビガの土地を耕作して生計を立てていることがわかった。代替の灌漑システムがなかったため、農民はボロの土地を耕作した後、ファルガン-カイトラの月末に雨が降るのを待たなければなりませんでした。繰り返しになりますが、Boishakhの嵐と雨の中で、彼らは苦労して稼いだ作物を家に持ち帰るために多くのスピードをとらなければなりませんでした。彼らの苦しみを長い間見て、地元のNGOAsedが前に出てきました。

農業をするうえでの脅威　（2022年調査：JICA事業地）

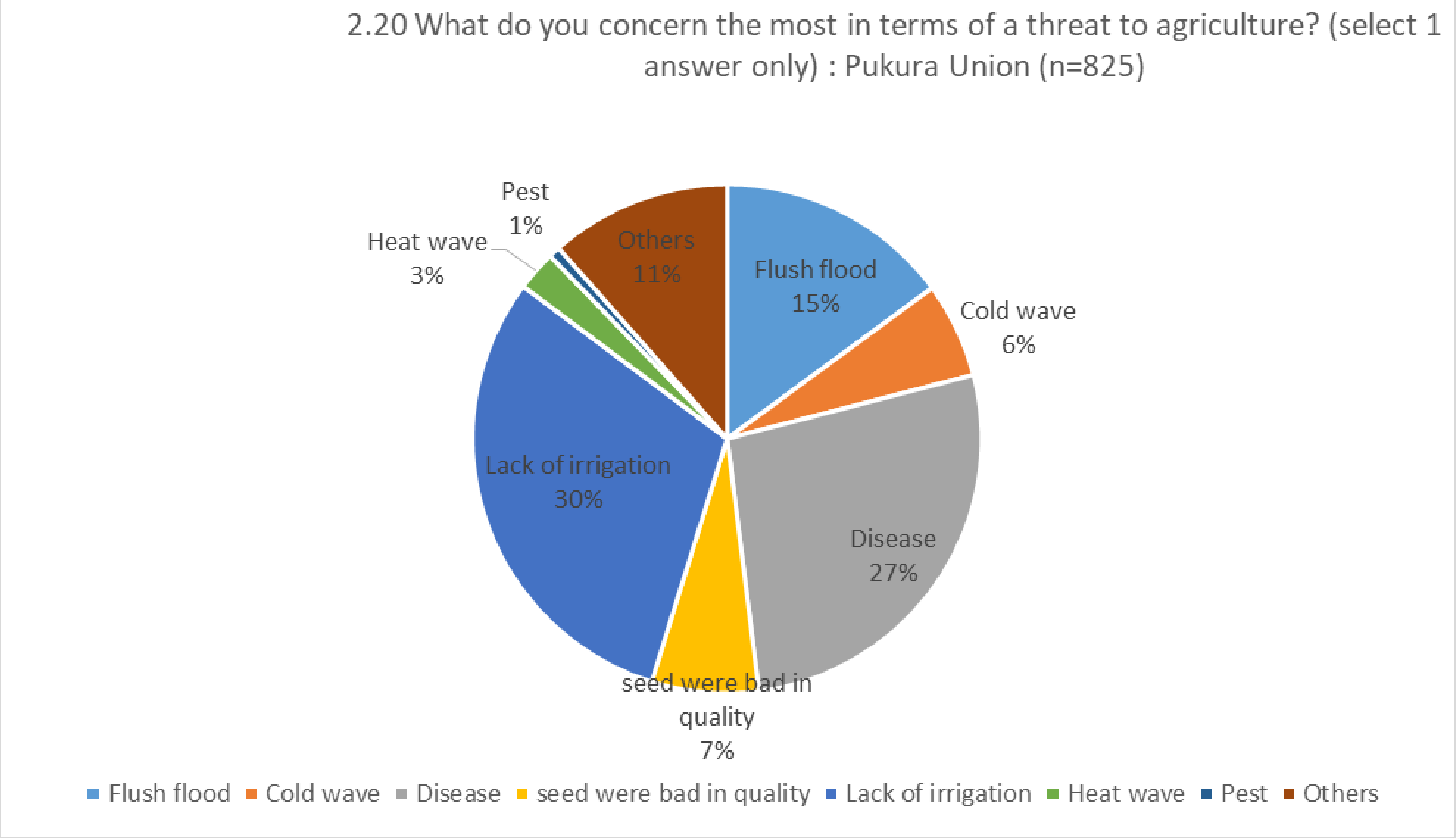

災害に強い品種への転換実績（対象100世帯）

Share the Planet

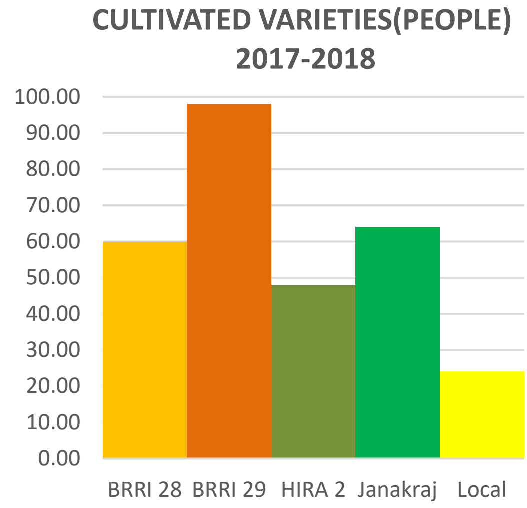

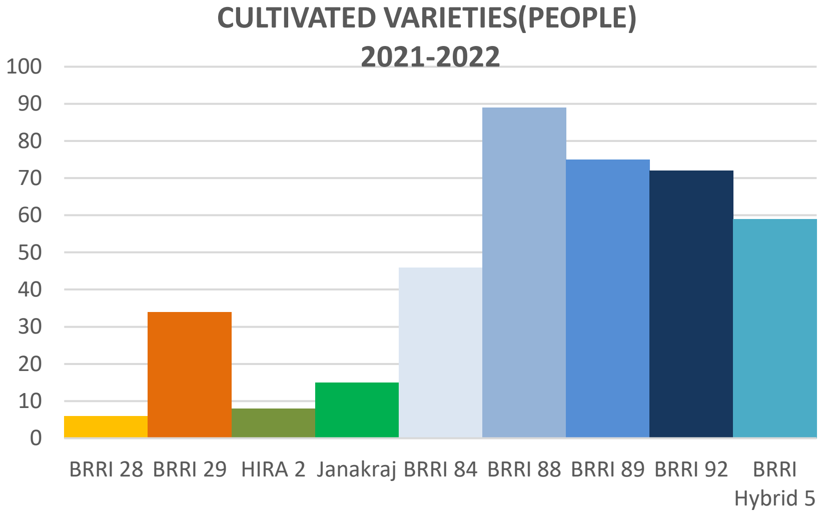

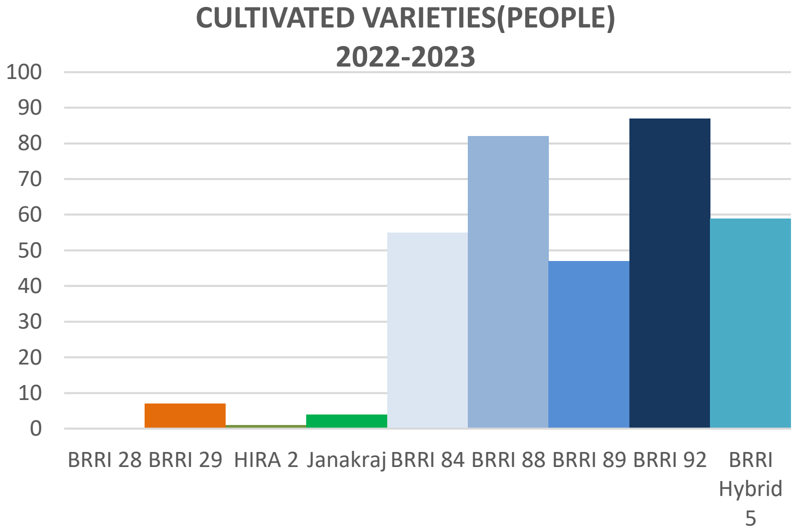

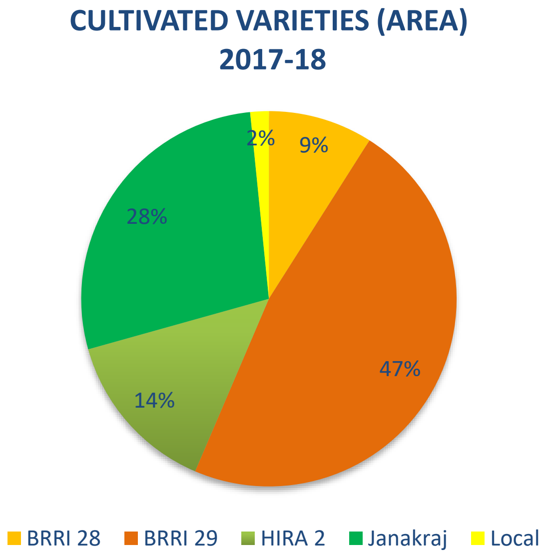

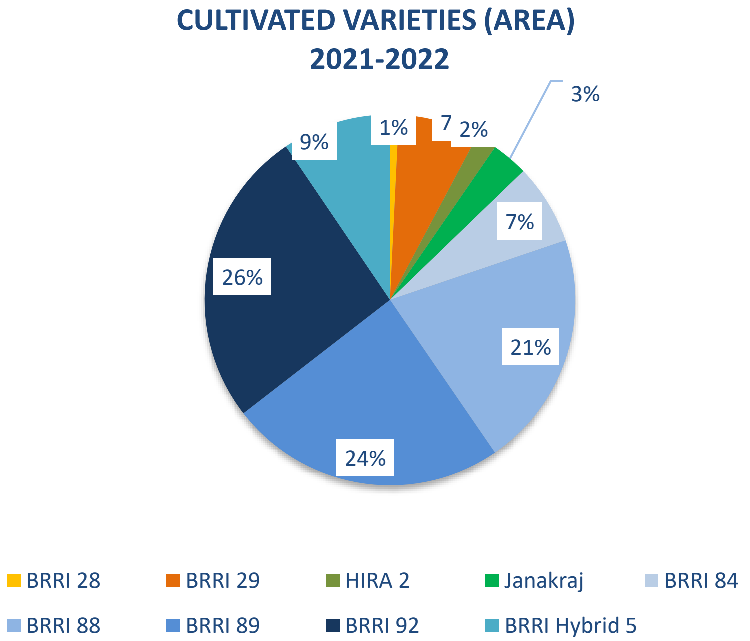

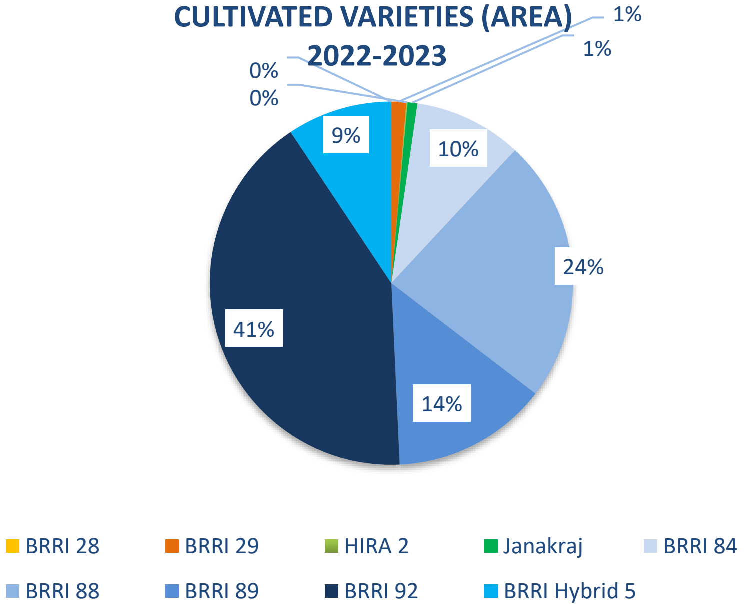

行政との協働（地方自治体・農業行政機関）

（左より：県知事、県農業局長、筒井、稲作研究所所長　2023年5月）

解決したい課題・問題点

フラッシュフラッド（鉄砲水）と寒波のリスクを軽減させる新品種米の「**普及**」

- 農民への研修とインフラの整備
- 品種の育種と選定　⇒　普及へ

- 普及のための**種子生産（本事業）**

プロジェクト目標

近年の異常気象による災害リスクの軽減に適応した新しい品種の**種もみを生産**し、農民のリスクを軽減する。

目標：新品種の種もみ3.5トンを生産する
（少なくとも約100haの田んぼに供給可能）

育種と種子生産体制の構築

BRRI-84,88,89,92：実証試験終了：2023年度から本格的に種子生産開始

BRRI-67,96,100　　　　　　　　：2023年度から実証実験開始

BRRI Hybrid 5　：実証試験終了：2021年度種子生産失敗、2022年実施せず

事業は実証済みの種子を生産圃場で生産し種子生産を行う。
それをハオール地域全域5県のうち2県で種子を普及

品種	作付け期・種類 ボロ稲＝乾期 アモン稲＝雨期後期	収量 (ton/ha)		栽培期間		稲の特徴	事業実施地における乾期作付け割合（%）
		BRRI公表値	農民からの聞き取り	BRRI公表値	農民からの聞き取り		
BRRI-28	ボロ稲 （高収量品種）	6	2.1	140	145-150	極早生、耐寒性（弱）、フラッシュフラッド対策種、低地適応種、収量は開発時点よりかなり減少している	5
BRRI-29	ボロ稲 （高収量品種）	7.5	5	160	165-170	耐寒性（弱）、収量は多いが開発時点よりかなり減少、ハイブリッド導入前の普及種、耐寒性（弱）	12～15
BRRI-58	ボロ稲 （高収量品種）	7.2	-	155	146	BRRI-29より5日程度収穫早い早生種、耐寒性（弱）、フラッシュフラッド対策種、食味（良）	0
BRRI-70	アモン稲 （高収量品種）	3.6	-	130-133		香り米（長粒種）、食味（良）、商品価値高い	-
BRRI-75	アモン稲 （高収量品種）	3.8	-	110-115		香り米（極早生種）、食味（良）	-
BRRI-84	ボロ稲 （高収量品種）	6.3	4.4	140-145	131	極早生種、亜鉛・鉄の含有量高い、農村の栄養改善のため開発、赤色米	0
BRRI-87	アモン稲 （高収量品種）	4.4	-	127-130		早生種（アモン稲としては収量高い）	-
BRRI-88	ボロ稲 （高収量品種）	7	5	140	141	極早生種、BR28後継種、フラッシュフラッド対策種	0
BRRI-89	ボロ稲 （高収量品種）	8	7.2	154-158	151	耐寒性（強）、高収量、BR29後継種	0
BRRI-90	アモン稲 （高収量品種）	3.6	-	117-125		早生種	-
BRRI-92	ボロ稲 （高収量品種）	8.4	-	154-158		耐寒性（強）、高収量、BR29後継種、長粒種	0
BRRI Hybrid-5	ボロ稲 （ハイブリッド品種）	8.5～9	6.6～9.9	145-150	147	極早生種、耐寒性（強）、フラッシュフラッド対策種、高収量、高蛋白質	0
BRRI Hybrid-6	アモン稲 （ハイブリッド米）	4.7	-	115-120			-
HIRA-2	ボロ稲 （ハイブリッド品種）	-	7			早生・耐寒性（中）、中国輸入種、食味（悪）、高収量	30～35
Janakraj	ボロ稲 （ハイブリッド品種）	-	7.9			早生・耐寒性（弱）、中国輸入種、食味（悪）、高収量	45
仮名 （JIRATT/SHAPLAAH）	ボロ稲 （高収量品種）	-	-	-	136	ローカルNGO開発種、極早生、高収量	0

凡例	
(ピンク)	ハイブリッド種
(水色)	アモン稲（雨期後期作付種）

農業行政各機関との調整および市民社会への情報発信

দৈনিক হবিগঞ্জের মুখ

THE DAILY HABIGANJER MUKH

রেজিঃ নং চ-৭৪০ তৃতীয় বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা ঃ রবিবার ঃ ১৩ অগ্রহায়ণ ১৪২৮ বাংলা ঃ ২২ রবিউস সানি ১৪৪৩ হিজরী ঃ ২৮ নভেম্বর ২০২১ খ্রিঃ ৪ পৃষ্ঠা মূল্য ২ টাকা

সাক্ষাতকার গ্রহণ করছেন বিশিষ্ট সাংবাদিক শাহ ফখরুজ্জামান

হবিগঞ্জের হাওরের প্রান্তিক কৃষকদের ভাগ্য বদলের স্বপ্ন দেখছেন জাপানী উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ টেটসুও সুটসই

স্টাফ রিপোর্টার ॥ টেটসুও সুটসই। জাপানের উচ্চ শিক্ষিত এবং উন্নত জীবনের হাতছানি ছেড়ে ৩৫ বছর যাবৎ কাজ করছেন বাংলাদেশ। প্রথমে কাজ করতের বিভিন্ন সংস্থায়। পরে নিজেই প্রতিষ্ঠা করেন শেয়ার দ্যা প্লানেট এসোসিয়েশন নামে একটি সংস্থা। নিজে দায়িত্ব পালন করছেন চেয়ারম্যানের। বাংলাদেশসহ বহু দেশে রয়েছে তার সংস্থার কর্মসূচি। কিন্তু তিনি বাংলাদেশকেই করে নিয়েছেন অতি আপন। এখানেই কাটে তার অধিকাংশ সময়। বিশেষ করে গ্রামের অতি সাধারণ কৃষকদের সাথেই তার সম্পর্ক। হবিগঞ্জের হাওর এলাকার প্রান্তিক কৃষকদের দুঃখ দুর্দশা দেখে তা পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখে কয়েক বছর যাবৎ কাজ করছেন এখানে। হাওরের কৃষকদের ভাগ্য বদলের স্বপ্ন নিয়ে কাজ করছেন এখানে।

টেটসুও সুটসই হবিগঞ্জের এনজিও এসেড এর সাথে তার সংস্থা মিলে জাইকার অর্থায়নে ৫ বছরের একপি প্রকল্প গ্রহণ করেছেন। যে প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল কৃষকরা যাতে প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে তাদের ফসল রক্ষা করতে পারে এবং অধিক ফসল উৎপাদন করতে পারে।

হবিগঞ্জের হাওর এলাকায় কাজ করার সময় টেটসুও সুটসই একান্ত সাক্ষাৎকারে তুলে ধরেছেন তার পরিকল্পনার কথা। হবিগঞ্জ শহরের আমীর চান কমপ্লেক্সের হোটেল আমাদে শুক্রবার সাক্ষাৎকার প্রদানকালে তিনি বলেন, ছোট পরিসরে এবং এখানকার সক্ষমতাকে কাজে লাগিয়েই আমাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে চাই।

টেটসুও সুটসই বলেন, লেখাপড়া শেষ করে ১৯৮৬ সালে জাইকার জেওসিভি প্রকল্পের জুনিয়র এক্সপার্ট হিসাবে বাংলাদেশে কাজ শুরু করি। এই প্রকল্পে আমরা দক্ষতা বিনিময় করি। মাছ চাষে দক্ষতা বৃদ্ধিসহ কুমিল্লার বার্ডে আমাদের কাজ ছিল। ২ বছর কাজ করার পর একটি মাছের খাদ্য কোম্পানীতে কাজ করি ৫ বৎসর। ১৯৯৪ সালে জাপানী সংস্থা শাপলা নীড়ে যোগদান করি। এই সংস্থাটি এদেশে ৭২ বছর ধরে কাজ করছে। এটি ব্র্যাক এর ছেয়েও পুরনো। এই সংস্থায় বোর্ড মেম্বার কাম সেক্রেটারী হিসাবে ৬ বছর কাজ করি। পরে ২০১৪ সালে শেয়ার দ্যা প্লানেট এসোসিয়েশন নামে সংস্থা গঠন করি। ২০১৭ সালে আসি হবিগঞ্জে।

হবিগঞ্জে কাজ করার অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি বলেন, ২০১৭ সালের আগাম বন্যায় হাওর এলাকায় গিয়ে দেখতে পাই স্কুলে শিশুরা কম আসছে। অনেক শিশু স্থানান্তরিত হয়ে গেছে। এই পরিবর্তন আমকে ভাবিয়ে তুলে। চিন্তা করি কিভাবে শিশুদেরকে স্কুলে নিয়ে আসা যায়। শিশুদের স্কুলে নিয়ে আসতে হলে প্রথমেই কৃষকদের অবস্থার উন্নতি করতে হবে। আর না হলে বাচ্ছারা স্কুলে আসবে না। কৃষকদের অবস্থার উন্নয়নের আমার সংস্থা এবং এসেড মিলে একটি প্রকল্প গ্রহণ করি। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল কৃষি নিয়ে সরকারের যে সংস্থাগুলো কাজ করে তাদের মাঝে যে সমন্বয় থাকা দরকার সেটি নিশ্চিত করা।

টেটসুও সুটসই বলেন, শীত রোগ থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে আবার আগাম বন্যা আসার আগেই কাটা যাবে এমন ধানের জাত নিয়ে কাজ করছে বাংলাদেশ ধান গবেষনা ইনস্টিটিউট। তাদের বেশ কয়েকটি জাত থাকলেও কৃষকদের কাছে এগুলো আসে অনেক বিলম্বে। যেমন ব্রি ২৮ ও ব্রি ২৯ আশির দশকের আবিস্কার হলেও কৃষকদের কাছে অনেক দেরীতে। তাই আমরা এই প্রকল্পের মাধ্যমে সরাসরি বীজ এনে কৃষকদেরকে দিয়েছি।

তিনি বলেন, হবিগঞ্জ সদর উপজেলার লস্করপুর ও বানিয়াচং উপজেলার পুকড়া ইউনিয়ন আমাদের প্রকল্পভুক্ত এলাকা। আমাদের সাথে ৪০০ কৃষক কাজ করছেন। আমরা তাদেরকে নিয়ে কাজ করলেও কোটি কোটি কৃষককে নিয়ে ভাবতে হবে। বাংলাদেশের হাওর এলাকার জন্য নতুন জাত উদ্ভাবন করছে ব্রি। কৃষকদেরকে এই জাত আবাদে সহায়তা করে থাকে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর। আবার কৃষকের চাহিদা অনুযায়ী বীজ উৎপাদন করে বিএডিডিস। কিন্তু এই তিনটি সংস্থার কাজে কোন সমন্বয় না থাকায় কৃষকরা উপকৃত হচ্ছে না। আবার এলজিইডি, পানি উন্নয়ন বোর্ডসহ বিভিন্ন সংস্থা সেচ নিয়ে কাজ করছে। সেখানেও পরিকল্পনা ও সমন্বয়ের ঘাটতি রয়েছে। আমার এই সংস্থাগুলোকে নিয়েই কাজ করছি যাতে করে একটি সুসমন্বয় সৃষ্টি হয় এবং কৃষকরা উপকৃত হয়।

টেটসুও সুটসই বলেন, সরকারী এই সংস্থাগুলোর সুসমন্বয় নিশ্চিত করতে না পারলে আমাদের ২য় প্রচেষ্টা হবে কৃষকদের মাধ্যমেই বীজ উৎপাদন। এখানকার কৃষকরা এক সময় নিজেদের বীজ নিজেরাই উৎপাদন করতেন। এখন কৃষকরা ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ আবাদ করছে চায়না হাইব্রিড ধান। যার মাঝে রয়েছে হিরা, জনক রাজসহ বিভিন্ন নামের ধান। এই বীজগুলো ভাল, কিন্তু শীত সহনশীল নয়। উৎপাদনের মেয়াদকালও বেশী। এই ধরনের বীজের সমস্যা হল প্রত্যেক বছরই বীজ ক্রয় করতে হয়। তাই ঘরে বীজ তৈরির সংস্কৃতি গড়ে তুলার উদ্যোগ থাকবে আমাদের। ব্রি ৮৮,ব্রি ৮৯ ও ব্রি ৯৪ যদি আমরা কৃষকদেরকে দেই তাহলে তা থেকে তারা নিজেরাই বীজ তৈরি করতে পারবে। এভাবে আমরা সমগ্র হাওর এলাকায় সংস্কৃতিটি ছড়িয়ে দিতে চাই। তবে ব্রি, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও বিএডসি ছাড়া বড় আকারে নিয়ে যাওয়া কঠিন হবে। কৃষকরা ভাল বীজ চায়। সরকারী সহযোগিতা ছাড়া এবং সরকারীভাবে বীজের সরবরাহ না বাড়ালে কৃষকদের নিকট তা সহজে ছাড়াবে না। তারপরও আমাদের প্রচেষ্টা থাকবে এটি ছড়িয়ে দেয়া। সরকারের পাশাপাশি এ ব্যাপারে আমরা প্রাইভেট কোম্পানীগুলোর কাছেও যাবে। চায়না বীজও কিন্তু প্রাইভেট কোম্পানীর মাধ্যমেই আসছে। আমার কাছে মনে হয়েছে নতুন জাত আবিস্কারের পর তা কৃষকদের কাছে সরবরাহ করাই এখানে বড় চ্যালেঞ্জ।

তিনি বলেন, ১ম ও ২য় পরিকল্পনা যদি কাজে লাগাতে না পারি তাহলে আমাদের তৃতীয় পরিকল্পনা হল আমাদের যে ৪শ চুক্তিবদ্ধ কৃষক আছে তারাই বীজ উৎপাদন করে তা বাজার জাত করবে। যদিও আমাদের কৃষক সংখ্যা কম,তারপরও আমাদের তাদেরকে দিয়েই চেষ্টা করব। আমরা আমাদের চুক্তিবদ্ধ কৃষকদের কাছ থেকে উৎপাদিন বীজ নিজেরাই কিনে নিব এবং পরে তা অন্য কৃষকদের কাছে ছড়িয়ে দেব।

これまでの成果

- BRRI(国立稲作研究所)の協力を得、高収量品種米とハイブリッド米の種子を2,362kg配布
- BADC（農村開発公社）は、これまでの品種に加えBRRI84,86,88,89,92,96,100など新品種を生産し、合計170トン（前年度56トン）DAEを通じ農民に供給
- また、対象農民は、事業開始前に作付けされていた品種から本事業の推奨する品種に置き換えて栽培した（前頁）。
- 新聞紙やテレビニュースでも放映されるなど、活動を多くの人に知ってもらうことができた。
- BRRIのみならず、農業普及局（DAE)、農業開発公社（BADC)との協力関係も構築され、県行政からも認知され、活動がさらなる発展拡大に向かっている。
- 国際機関のIRRIや中央農業行政とも情報交換する機会を持てたほか、地球環境基金の資金でバングラデシュで活動しているPSUS、BARCIK、SBFなどと「気候変動適応化農業ネットワーク（CCAAN)」を結成し、情報共有や農民の交流事業を展開し新たな協働関係を築いている。

দৈনিক খোয়াই

The Daily Khowai

বর্ষ ৩০৮ তম সংখ্যা ঃ রবিবার ঃ ১৩ অগ্রহায়ণ ১৪২৮ বাংলা ঃ ২২ রবিউস সানি ১৪৪৩ হিজরী ঃ ২৮ নভেম্বর ২০২১ খ্রিঃ মূল্য ২ টাকা

হবিগঞ্জের হাওরে কৃষকদের সঙ্গে আলাপকালে টেটসুও সুটসই

হবিগঞ্জের শিশু ও কৃষি নিয়ে জাপানের টেটসুর ভাবনা

স্টাফ রিপোর্টার ॥ টেটসুও সুটসই। জাপানের উচ্চ শিক্ষিত এই মানুষটি বাংলাদেশে কাজ করছেন ৩৫ বছর ধরে। প্রথমে কাজ করতেন নানা সংস্থার হয়ে। এখন নিজেই প্রতিষ্ঠা করেছেন শেয়ার দ্য প্লানেট এসোসিয়েশন নামের সংস্থা। নিজেই এটি'র চেয়ারম্যান ও এ সংস্থার কার্যক্রম চলমান বাংলাদেশসহ বহু দেশে।

কিন্তু বহু দেশের মধ্যে বাংলাদেশই যেন তাঁর অতি আপন, এখানে কাটে অধিক সময়। গ্রামের অতি সাধারণ কৃষকের সঙ্গে টেটসুও সুটসইয়ের মিতালী। হবিগঞ্জে প্রান্তিক কৃষকদের দুঃখ-দুর্দশা দেখেছেন তিনি। অবসান ঘটাতে চান সমস্যাগুলোর। একান্ত সাক্ষাৎকারে বলেছেন তাঁর পরিকল্পনার কথা।

শুক্রবার হবিগঞ্জ শহরের আমির চাঁন কমপ্লেক্সের হোটেলে আমাদে একান্ত স্বাক্ষাৎকার তিনি বলেন, ছোট পরিসরে ও এখানকার স্বক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে

(২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

টেটসুও সুটসইয়ের সাথে একান্ত সাক্ষাৎকারে হবিগঞ্জ প্রেসক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক শাহ ফখরুজ্জামান (বাঁমে) ও ডানে- হবিগঞ্জ ধান গবেষণা ইন্সটিটিউটের কর্মকর্তাদের সাথে টেটসুও সুটসই

শিশু ও কৃষি নিয়ে জাপানের টেটসুর ভাবনা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে চান।

টেটসুও সুটসই বলেন, লেখাপড়া শেষ করে ১৯৮৬ সালে জাইকার জেওসিভি প্রকল্পের জুনিয়র এক্সপার্ট হিসাবে বাংলাদেশে কাজ শুরু করি। এই প্রকল্পে আমরা দক্ষতা বিনিময় করি। মাছ চাষে দক্ষতা বৃদ্ধিসহ কুমিল্লার বার্ডে আমাদের কাজ ছিল। ২ বছর কাজ করার পর একটি মাছের খাদ্য কোম্পানীতে কাজ করি ৫ বছর। ১৯৯৪ সালে জাপানী সংস্থা শাপলা নীড়ে যোগদান করি। এই সংস্থাটি এদেশে ৭২ বছর ধরে কাজ করছে। এটি ব্র্যাকের চেয়েও পুরানো। এই সংস্থায় বোর্ড মেম্বার কাম সেক্রেটারী হিসাবে ৬ বছর কাজ করি। পরে ২০১৪ সালে শেয়ার দ্যা প্লানেট এসোসিয়েশন নামে সংস্থা গঠন করি। ২০১৭ সালে আসি হবিগঞ্জে।

হবিগঞ্জে কাজ করার অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি বলেন, ২০১৭ সালের আগাম বন্যায় হাওর এলাকায় গিয়ে দেখতে পাই স্কুলে শিশুরা কম আসছে। অনেক শিশু স্থানান্তরিত হয়ে গেছে। এই পরিবর্তন আমাকে ভাবিয়ে তুলে। চিন্তা করি কিভাবে শিশুদেরকে স্কুলে নিয়ে আসা যায়। শিশুদের স্কুলে নিয়ে আসতে হলে প্রথমেই কৃষকদের অবস্থার উন্নতি করতে হবে। আর না হলে বাচ্চারা স্কুলে আসবে না। কৃষকদের অবস্থার উন্নয়নে আমার সংস্থা এবং এসেড মিলে একটি প্রকল্প গ্রহণ করি। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল কৃষি নিয়ে সরকারের যে সংস্থাগুলো কাজ করে তাদের মাঝে যে সমন্বয় থাকা দরকার সেটি নিশ্চিত করা।

টেটসুও সুটসই বলেন, শীতকালীন রোগ থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে আবার আগাম বন্যা আসার আগেই কাটা যাবে এমন ধানের জাত নিয়ে কাজ করছে বাংলাদেশ ধান গবেষনা ইনস্টিটিউট (ব্রি)। তাদের বেশ কয়েকটি জাত থাকলেও কৃষকদের কাছে এগুলো আসে অনেক বিলম্বে। যেমন ব্রি ২৮ ও ব্রি ২৯ আশির দশকের আবিষ্কার হলেও কৃষকদের কাছে এসেছে অনেক দেরিতে। তাই আমরা এই প্রকল্পের মাধ্যমে সরাসরি বীজ এনে কৃষকদের দিয়েছি।

তিনি বলেন, হবিগঞ্জ সদর উপজেলার লস্করপুর ও বানিয়াচং উপজেলার পুকড়া ইউনিয়ন আমাদের প্রকল্পভুক্ত এলাকা। আমাদের সাথে ৪০০ কৃষক কাজ করছেন। আমরা তাদেরকে নিয়ে কাজ করলেও কোটি কোটি কৃষককে নিয়ে ভাবতে হবে। বাংলাদেশের হাওর এলাকার জন্য নতুন জাত উদ্ভাবন করছে ব্রি। কৃষকদেরকে এই জাত আবাদে সহায়তা করে থাকে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর। আবার কৃষকের চাহিদা অনুযায়ী বীজ উৎপাদন করে বিএডিসি। কিন্তু এই তিনটি সংস্থার কাজে কোন সমন্বয় না থাকায় কৃষকরা উপকৃত হচ্ছেন না। আবার এলজিইডি, পানি উন্নয়ন বোর্ডসহ বিভিন্ন সংস্থা সেচ নিয়ে কাজ করছে। সেখানেও পরিকল্পনা ও সমন্বয়ের ঘাটতি রয়েছে। আমরা এই সংস্থাগুলোকে নিয়েই কাজ করছি, যাতে করে একটি সু-সমন্বয় সৃষ্টি হয় এবং কৃষকরা উপকৃত হন।

টেটসুও সুটসই বলেন, সরকারি এই সংস্থাগুলোর সু-সমন্বয় নিশ্চিত করতে না পারলে আমাদের ২য় প্রচেষ্টা হবে কৃষকদের মাধ্যমেই বীজ উৎপাদন। এখানকার কৃষকরা এক সময় নিজেদের বীজ নিজেরাই উৎপাদন করতেন। এখন কৃষকরা ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ আবাদ করছে চায়না হাইব্রিড ধান। যার মাঝে রয়েছে হিরা, জনক রাজসহ বিভিন্ন নামের ধান। এই বীজগুলো ভাল, কিন্তু শীতসহনশীল নয়। উৎপাদনের মেয়াদকালও বেশি। এই ধরনের বীজের সমস্যা হল প্রত্যেক বছরই বীজ ক্রয় করতে হয়। তাই ঘরে বীজ তৈরির সংস্কৃতি গড়ে তুলার উদ্যোগ থাকবে আমাদের। ব্রি ৮৮, ব্রি ৮৯ ও ব্রি ৯৪ যদি আমরা কৃষকদেরকে দেই তাহলে তা থেকে তারা নিজেরাই বীজ তৈরি করতে পারবেন। এভাবে আমরা সমগ্র হাওর এলাকায় সংস্কৃতিটি ছড়িয়ে দিতে চাই। তবে ব্রি, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও বিএডিসি ছাড়া বড় আকারে নিয়ে যাওয়া কঠিন হবে। কৃষকরা ভাল বীজ চান। সরকারি সহযোগিতা ছাড়া এবং সরকারিভাবে বীজের সরবরাহ না বাড়ালে কৃষকদের নিকট তা সহজে ছড়াবে না। তারপরও আমাদের প্রচেষ্টা থাকবে এটি ছড়িয়ে দেয়া। সরকারের পাশাপাশি এ ব্যাপারে আমরা প্রাইভেট কোম্পানীগুলোর কাছেও যাব। চায়না বীজও কিন্তু প্রাইভেট কোম্পানীর মাধ্যমেই আসছে। আমার কাছে মনে হয়েছে নতুন জাত আবিষ্কারের পর তা কৃষকদের কাছে সরবরাহ করাই এখানে বড় চ্যালেঞ্জ। তিনি বলেন, ১ম ও ২য় পরিকল্পনা যদি কাজে লাগাতে না পারি তাহলে আমাদের তৃতীয় পরিকল্পনা হল আমাদের যে ৪শ চুক্তিবদ্ধ কৃষক আছেন তারাই বীজ উৎপাদন করে তা বাজার জাত করবেন। যদিও আমাদের কৃষক সংখ্যা কম, তারপরও আমরা তাদেরকে নিয়েই চেষ্টা করব। আমরা আমাদের চুক্তিবদ্ধ কৃষকদের কাছ থেকে উৎপাদিত বীজ নিজেরাই কিনে নিব এবং পরে তা অন্য কৃষকদের কাছে ছড়িয়ে দিব।

টেটসুও সুটসই বলেন, আমরা হবিগঞ্জের হাওর এলাকায় ক্লাইমেট চেইঞ্জ ছাড়াও আরও অনেক চ্যালেঞ্জ দেখতে পেয়েছি। খাল ভরাট ও পানির রিজার্ভার না থাকায় ফসল আবাদ কমে যাচ্ছে। আমরা নমুনা হিসাবে গুঙ্গিয়াজুড়ি হাওরে খাল খনন ও কৃষকদের জন্য হাওরে রাস্তা করে দিয়েছি। বড় বড় জমিতে পানির রিজার্ভারের জন্য একটি নির্দিষ্ট স্থানে গর্ত করার ব্যবস্থা করেছি। ১৫টি জমিতে এ ধরনের গর্ত করায় আমরা দেখেছি সেখানে সেচের কোন সমস্যা হয়নি। আবার সেই গর্তে মাছেরও আবাদ করা গেছে।

তিনি বলেন, আমার পর্যবেক্ষণ থেকে বুঝতে পেরেছি ব্রি, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও বিএডিসি তিন সংস্থাই বিছিন্ন অবস্থায় কাজ করছে। এগুলোর সাথে সু-সমন্বয় সৃষ্টির জন্য আমরা সবার সাথেই কথা বলছি। তারাও বিষয়টি ইতিবাচকভাবেই নিয়েছেন। আমরা চাই তারাই কাজ করুক। কারণ আমরা সারাজীবন কাজ করব না। কৃষকদের সাথে আমরা তাদের যোগাযোগ ঘটাতে চাই। সরকার অনেক খরচ করছে কিন্তু মানুষ উপকৃত হচ্ছে না। তাই আমরা মনে করি আমাদের উদ্যোগ সফল হবে। বিএডিসির সেচ শাখা, পানি উন্নয়ন বোর্ড, এলজিইডি ও জাইকার প্রকল্পগুলোও যাতে পরিকল্পিতভাবে করা যায় তা নিয়েও কথা বলেছি। তারাও বিষয়টি ইতিবাচকভাবেই নিয়েছেন। আমরা সেই কাজগুলোও মনিটরিং করতে চাই। সঠিকভাবে মনিটরিং করতে পারলে অবশ্যই আমাদের উদ্যোগ ফলপ্রসু হবে।

তিনি বলেন, আমাদের প্রকল্পের মেয়াদ ৫ বছর। জাপান গ্লোবাল ফান্ড ও জাইকা আমাদের অর্থায়ন করছে। আমাদের প্রকল্পের ৪শ কৃষকের মাঝে ৩০০ জনের অর্থায়ন করছে জাপান গ্লোবাল ফান্ড ও ১শ জনের অর্থায়ন করছে জাইকা। ক্লাইমেট চেইঞ্জ এর কারণে আগাম বন্যা ও অতি শীতের কারনে ফসলের যে ক্ষতি হয় তা কাটিয়ে উঠতে কৃষকদেরকে সহায়তা করতে এই প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি সারাদেশের জন্য মডেল হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি। আর সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসাবে এসেড হবিগঞ্জের আন্তরিকতার প্রশংসা করেন তিনি।

গ্যাস, বিদ্যুৎ জাতীয় সম্পদ। এই সম্পদের অপচয় রোধ করুণ

সর্বশেষ
মোট প্রাণহানি ৮,৫৭১; ২৪ ঘণ্টায় ১ হাজার ৭৭৩ জনসহ মোট শনাক্ত ৫ লাখ ৫৯ হাজার
খেলাধুলা
DU SCREEN RECORDER